স্বনির্ভরতা স্মারক

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

প্রজন্ম হোক সমতার ২০
সকল নারীর অধিকার ২০

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি

স্বনির্ভরতা স্মারক ২০২০

প্রজন্ম হোক সমতার
সকল নারীর অধিকার

প্রকাশকাল

২৪ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৮ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদনা

মোঃ আহসান হাবিব
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি
ও
সভাপতি, জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি

তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন

সালমা শহীদ
প্রকল্প পরিচালক
ও
সদস্য সচিব, জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি

সোনিয়া নওরিন
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী

মৌসুমী সালমিন
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী

উজ্জ্বল ত্রিপুরা
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ আমিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী

খান মো. রবিউল আলম
মিডিয়া কনসালটেন্ট

এ, কে, এম আরিফ হোসেন
মিডিয়া এক্সপার্ট

মেহেবুব আলম বর্ণ
কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট

গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং মুদ্রণে

Craftsman Corporation
craftsmanletter@gmail.com

প্রকাশনা: জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি
প্রকাশনা সহায়তা: মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার, এলজিইডি

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ ০১
নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি ০২
স্বনির্ভরতা স্মারক ২০২০ ০৩
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ২০১০-২০২০ ০৪

পল্লি উন্নয়ন
আঞ্জুরা আক্তার ০৭
অনিতা রাণী ০৯
মোছাঃ লাভলী খাতুন ১১

নগর উন্নয়ন
রুবি আক্তার ১৫
মোসাঃ লাকী বেগম ১৭
রাফেজা আক্তার ১৯

পানি সম্পদ উন্নয়ন
রুজিনা খাতুন ২৩
লিপি বেগম ২৫
মোছাঃ ছাবিনা বেগম ২৭

সাফল্যের সারথি: সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১৯ ২৯
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনা ৩১
এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯ ৩৩

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য-

"প্রজন্ম হোক সমতার
সকল নারীর অধিকার"

এ প্রতিপাদ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী প্রজন্মের মধ্যে সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তরুণ প্রজন্ম জাতির ভবিষ্যৎ, জাতির সম্ভাবনা। তাই আগামী প্রজন্মের মধ্যে জেন্ডার সমতাবোধ শিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে জরুরি জেন্ডার বিষয়ে প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যবধান কমিয়ে আনা। আর তা প্রয়োজন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মসৃণ ক্ষেত্র তৈরির জন্য। জেন্ডার সংবেদনশীল আগামী প্রজন্মের হাতে গড়ে ওঠতে পারে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধগত ফারাক কমিয়ে আনার এখনই সময়।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিকভাবে। নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে গত এক দশকে বাংলাদেশ ঊনিশ ধাপ এগিয়েছে। বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। আর দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শীর্ষে।

বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়নে সমন্বিত কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা এলজিইডি নারীর ক্ষমতায়নে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনীতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ত করে। এ উদ্যোগ ছিল নারী উন্নয়নে এলজিইডির প্রথম পদক্ষেপ। এরপর শহর ও গ্রামের দুস্থ নারীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিধি বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে এলজিইডি নারীর দক্ষতা ও অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের দিকে নজর দেয়।

এলজিইডি পল্লি ও শহর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করছে। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ, সঞ্চয় কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ, নারী অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রসারিত করে নারীর ক্ষমতায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত করে চলেছে।

অসহায় ও দুস্থ নারীরা আজ শৃঙ্খলা ভেঙে অদম্য গতিতে বেরিয়ে আসছেন। এলজিইডির সহায়তা ও নিজেদের উদ্যোগে তৈরি করছেন সাফল্যগাথা। দেশজুড়ে এসব নারীদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার গল্প অন্যদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নারীদের সাফল্যগাথা প্রচার ও এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে অন্য নারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

এ ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডির অংশগ্রহণ, এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, এলজিইডির তিন সেক্টর; যথা- পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন আজ এলজিইডির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এলজিইডি বিশ্বাস করে, নারীর ক্ষমতায়নে সমন্বিত ও উদ্ভাবনী কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। নারী-পুরুষ অংশগ্রহণে সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এলজিইডি।

নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডির রয়েছে দীর্ঘ পটভূমি। এর সূচনা হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হয়।

২০২০ আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি বছর। কারণ এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে জাতির পিতার জীবনদর্শন তুলে ধরতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পক্ষ থেকে বিস্তৃত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

নারী উন্নয়নে জাতির পিতার ছিল দূরদর্শী রাজনৈতিক দর্শন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে রূপকল্প প্রণয়ন করেছেন তাতে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, যা প্রতি পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা হয়।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম পল্লি ও শহর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি, নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং শাকসবজি চাষ করছেন। টেইলারিংসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাঁরা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে চাষাবাদের জন্য জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। নিশ্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। এসব নারীরা স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছে। বেড়েছে সামাজিক মর্যাদা। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। এসকল আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে অভিলক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা অর্জনে এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

স্বনির্ভরতা স্মারক ২০২০

অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এ অর্জনের পেছনে রয়েছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠে আসা অদম্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে নারীদের রয়েছে বিশেষ অবদান। নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণে নির্মিত হবে আগামীর উন্নত বাংলাদেশ।

শহর ও গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীরাও আছেন অগ্রগতির এই মিছিলে। নিষ্ঠা, প্রত্যয় আর সাহসী পদক্ষেপে অনেক নারী আজ 'দুস্থ' বিশেষণটি ঝেড়ে ফেলেছেন, হয়েছেন স্বাবলম্বী। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফুটন ঘটেছে। নিজপায়ে দাঁড়িয়ে নতুন বিন্যাসে জীবনের সুধা পান করছেন। কেবল নিজে নয় অন্যদেরও করছেন স্বনির্ভরতার স্মারক। আর নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক নারী, পৌঁছে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি ২০১০ সাল থেকে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্য নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরা স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান। ২০১০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৯৮ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেক নারীকে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। এ বছর পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে ০৯ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

২০১০ নারী-পুরুষের সমসুযোগ, সমঅধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার

২০১১ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ:
নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন

২০১২ কিশোরী তরুণী বালিকা মিলাও হাত
গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ

২০১৩ নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার

২০১৪ অগ্রগতির মূলকথা নারী-পুরুষ সমতা

২০১৫ নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন

২০১৬ অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান

২০১৭ নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা
বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা

২০১৮ সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা
বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবনধারা

২০১৯ সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো
নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো

২০২০ প্রজন্ম হোক সমতার
সকল নারীর অধিকার

স্বনির্ভরতা স্মারক ২০২০

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

আঞ্জুরা আক্তার

এক স্বাবলম্বী নারীর প্রতীক

আঞ্জুরা আক্তার নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার আরংগবাদ বড়কাইলাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আজ এক স্বাবলম্বী নারীর প্রতীক। ১৬ বছর বয়সে আঞ্জুরার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী তখন বেকার। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ ও ধারদেনা করে অতিকষ্টে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শেষে মাসে আয় হতো হাজার দুয়েক টাকা। এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসুচি-২ থেকে লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) এর সদস্য পদ অর্জনের মাধ্যমে তাঁর জীবন বদলে যেতে থাকে। স্বউদ্যোগ আর এলজিইডির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে তাঁর দিনবদলের এ শক্ত ভিত, হয়ে ওঠেছেন স্বাবলম্বী।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে আঞ্জুরা আক্তার প্রথম স্থান অধিকার করেন

আঞ্জুরা আক্তার (৩৮) এক স্বাবলম্বী নারীর প্রতীক। স্বউদ্যোগ আর এলজিইডির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে তাঁর দিনবদলের শক্ত ভিত। আঞ্জুরা আক্তার দারিদ্র্য ও অহায়ত্বকে পরাজিত করেছেন। বদলে ফেলেছেন রুগ্ন দিনগুলো। এলজিইডির পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসুচি-২ এর আওতায় লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির (এলসিএস) সদস্য পদ অর্জনের মাধ্যমে তাঁর জীবন বদলে যায়। এলসিএস সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর দৈনিক মজুরিসহ সঞ্চয়ী অর্থ দিয়ে তিনি মাছ চাষ, বসত ভিটায় শাকসবজি চাষ, গরু মোটাতাজাকরণের পাশাপাশি মুদি দোকান গড়ে তোলেন। এতে সংসারে আসে স্বচ্ছলতা। তিনি কখনও ভাবেননি একদিন ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে।

আঞ্জুরা আক্তার দু সন্তানের মা। নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার আরংগবাদ বড়কাইলাটি গ্রামের বাসিন্দা। ১৬ বছর বয়সে আঞ্জুরার বিয়ে হয়। স্বামী বেকার। আঞ্জুরা আক্তারের পিড়াপিড়িতে স্বামী মুদিখানার দোকান দেন। এতেও সংসারে স্বচ্ছলতা আসেনি। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ ও ধারদেনা করে অতিকষ্টে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতো। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শেষে মাসে আয় হতো হাজার দুয়েক টাকা।

আঞ্জুরা আক্তার দিনবদলের রাস্তা খুঁজতে থাকেন। এলজিইডির এলসিএস সদস্য পদ ও জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ তাঁর জীবন বদলে দেয়। তিনি প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা ও সঞ্চিত অর্থ কাজে লাগিয়ে ক্রমশ আত্মনির্ভরশীলতার পথ রচনা করেন।

আঞ্জুরা আক্তার আয়বর্ধক, এলসিএস, জেন্ডার ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা এবং গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এলসিএস সদস্য হিসেবে অর্জিত পুঁজি ও প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা বিনিয়োগ করেন। এ উদ্যোগ আঞ্জুরার জীবনে বয়ে আনে অর্থবহ পরিবর্তন। প্রশিক্ষণ কেবল তাঁর দক্ষতা বাড়ায়নি নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলিও বিকশিত করেছে। জনপরিসরে চলাচলের ক্ষেত্রে এসেছে গতি। আঞ্জুরা আক্তার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। নারী অধিকার সুরক্ষায় বিশেষত নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, যৌতুক ও ইভটিজিং রোধে কাজ করছেন।

এক সময় আঞ্জুরার মাসিক আয় ছিল দুই হাজার টাকা বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ হাজার টাকায়। সম্পদে সৃষ্টি হয়েছে মালিকানা। তিনি কিনেছেন ধানী জমি, স্বর্ণের চেইন এবং সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। নিয়মিত শিক্ষালয়ে পাঠাচ্ছেন সন্তানদের। আঞ্জুরা আক্তার মাটির দেয়ালসহ ছনের চালার ঘরের পরিবর্তে টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন। কিনেছেন প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ। বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করেছেন। পরিবারে এসেছে খাদ্য নিরাপত্তা। আঞ্জুরা আক্তারের সংসার থেকে অভাব এখন পাততাড়ি গুটিয়েছে। তিনি কেবল নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করেননি সমাজের দরিদ্র নারীদের ভাগ্য বদলে কাজ করছেন।

আঞ্জুরা আক্তার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে বড়পরিসরে মাছের খামার গড়ে তোলা। মুদি ব্যবসার সম্প্রসারণ ও সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ক্রমশ আপন নিশানায় এগিয়ে যাচ্ছেন আঞ্জুরা আক্তার। হয়ে ওঠেছেন পরিবর্তনের প্রতীক।

অনিতা রাণী

এক আত্মনির্ভরশীল নারীর সাফল্যগাথা

অনিতা রাণী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বাদুরতলী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আজ এক আত্মনির্ভরশীল নারীর স্মারক। অল্পবয়সে বাবা-মা অনিতা রাণীর বিয়ে দিয়ে দেয়। আর্থিক অসচ্ছলতা পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। নিজের ভাগ্য বদলের আশায় তিনি সিআরআরআইপি'র আওতায় লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস) এর সদস্য পদ অর্জন করেন। এর মাধ্যমে অনিতা রাণীর জীবন বদলে যেতে থাকে। এলসিএস সদস্য হিসেবে অর্জিত আয় ও সঞ্চয় তাঁর দিনবদলের নতুন পটভূমি রচনা করে। অনিতা রাণী ক্রমশ হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে অনিতা রাণী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

অনিতা রাণী (৪৯) এক আত্মনির্ভরশীল নারীর স্মারক। নিজের কর্মপ্রয়াস আর এলজিইডির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছে দিন বদলের শক্ত ভিত। হয়ে উঠেছেন আত্মনির্ভরশীল। এলজিইডির ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিআরআরআইপি)-এর আওতায় লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির (এলসিএস) সদস্য পদ অর্জনের মাধ্যমে তাঁর জীবনে পরিবর্তন ঘটে। এলসিএস সদস্য হিসেবে দৈনিক মজুরি এবং সঞ্চয়ী অর্থ কাজে লাগিয়ে তিনি পরিবর্তনের রূপরেখা নির্মাণ করেন। অর্জিত অর্থ দিয়ে গাভী কিনেন এবং গবাদিপশু পালন শুরু করেন যা তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পাইপ কালভার্ট, এইচবিবি, ইউ-ড্রেন এবং বক্স কালভার্ট নির্মাণে নিজেকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলেন। এতে সংসারে এসেছে স্বচ্ছলতা। নিজের ভাগ্য বদলে তিনি আজ বেশ আত্মপ্রত্যয়ী।

অনিতা রাণী দু সন্তানের মা। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বাদুরতলী গ্রামের বাসিন্দা। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। অনিতা রাণীর পরিবার স্থানীয় প্রভাবশালীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজ বসতভিটা থেকে বাবার বাড়ি কলাপাড়ায় পালিয়ে আসেন। শুরু হয় দুর্বিষহ জীবন। বাধ্য হয়ে অনিতা রাণী কাজের সন্ধানে নামেন। এলজিইডির সিআরআরআইপির মাটির সড়ক পুনর্নির্মাণের কাজে যোগ দেন। পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নে গ্রহণ করেন বেশকিছু প্রশিক্ষণ। শুরু করেন আয়বর্ধক নানা কর্মকাণ্ড। ক্রমশ তাঁর আয়-রোজগার বাড়তে থাকে। এলজিইডির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল দুই হাজার টাকা বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বার হাজার পাঁচশ টাকায়।

এলজিইডির এলসিএস সদস্য পদ ও জীবনমান উন্নয়ন মুখী প্রশিক্ষণ অনিতা রাণীর জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা ও সঞ্চিত অর্থ কাজে লাগিয়ে ক্রমশ আত্মনির্ভরশীলতার পথ রচনা করেন। অনিতা রাণী আয়বর্ধক, এলসিএস, জেন্ডার ও পরিবেশ, মঞ্চনাটক এবং হাঁস মুরগি ও গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কেবল তাঁর দক্ষতা বাড়ায়নি নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলিও বিকশিত করেছে। সমাজে চলাফেরার ক্ষেত্রে এসেছে গতি। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। নারী অধিকার সুরক্ষায় বিশেষত নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, ইভটিজিং রোধেও কাজ করছেন তিনি।

তিনি বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সফলতার সঙ্গে অর্থনীতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। তিনি বসতভিটার জন্য জমি কিনেছেন, একটি টিনের ঘর, একভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন কিনেছেন। বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানির নিশ্চয়তা হয়েছে, তৈরি করেছেন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। সঞ্চয় ও বীমা মিলে ভালো একটা পুঁজি দাঁড়িয়েছে। মাছ চাষ করছেন। ছেলে বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বর্তমানে চাকরি করছেন। আর কন্যা পড়ছেন অনার্সে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে।

অনিতা রাণীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। এলসিএস এর সভাপতি হিসেবে নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, পরিবার পরিকল্পনা, যক্ষ্মা, প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করছেন। ভবিষ্যতে সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চান। অনিতা রাণীর আত্মনির্ভরশীলতা তৈরি করেছে নতুন সাফল্যগাথা।

মোছাঃ লাভলী খাতুন

অপরাজিত নারীর দৃষ্টান্ত

মোছাঃ লাভলী খাতুন বগুড়া সদর উপজেলার আউসগাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আজ অপরাজিত নারীর দৃষ্টান্ত। অভাব আর দরিদ্রতা ছিল পরিবারের নিত্যসঙ্গী। সফলতার সঙ্গে তিনি তা বিদায় করেছেন। এ স্বাবলম্বিতা তাঁর জীবনপটে ফেলেছে ইতিবাচক প্রভাব। এলজিইডির পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির (এলসিএস) সদস্য পদ অর্জনের মাধ্যমে তাঁর জীবনমান বদলে যেতে থাকে। এলসিএস সদস্য হিসেবে দৈনিক মজুরি এবং সঞ্চয়ী অর্থ কাজে লাগিয়ে পরিবর্তনের পথ রচনা করেন। হাঁস মুরগি ও গবাদিপশু পালন এবং দর্জির কাজ করে বাড়তি আয় এসেছে সংসারে। অর্জিত আয় জীবন বদলে রাখছে অনবদ্য ভূমিকা। নিজের ভাগ্য বদলে তিনি আস্থাশীল হয়ে ওঠেছেন।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে লাভলী খাতুন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

মোছাঃ লাভলী খাতুন (৪৩) এক অপরাজিত নারীর দৃষ্টান্ত। পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য তিনি উদাহরণ তৈরি করেছেন। তাঁর ছিল অভাব আর দুর্দশার সংসার। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি জয়ী হয়েছেন। আজ তিনি স্বাবলম্বী। এ স্বাবলম্বিতা তাঁর জীবন ক্যানভাসের ওপর ফেলেছে ইতিবাচক প্রভাব। এলজিইডির পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটির (এলসিএস) সদস্য পদ অর্জনের মাধ্যমে তাঁর জীবনমান বদলে যেতে থাকে। এলসিএস সদস্য হিসেবে দৈনিক মজুরি এবং সঞ্চয়ী অর্থ কাজে লাগিয়ে পরিবর্তনের পথ রচনা করেন। হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন এবং দর্জির কাজ করে বাড়তি আয় এসেছে সংসারে। অর্জিত আয় জীবন বদলে রাখছে বিশেষ ভূমিকা।

লাভলী খাতুন দু সন্তানের মা। জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার আউসগাড়া গ্রামের বাসিন্দা। অভাব ছিল সংসারে। প্রতিনিয়ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হতো। জীবন মানে তো কেবল যেনতেনভাবে বাঁচার ব্যাপার নয়। জীবন মানেই সমৃদ্ধতা। এক সমৃদ্ধ জীবনের আশায় লাভলী খাতুন এলজিইডির পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করেন বেশকিছু প্রশিক্ষণ। অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা এবং জীবনমানভিত্তিক দক্ষতা আয়-রোজগার বাড়াতে সহায়তা করে। এলজিইডির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল এক হাজার টাকা বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত হাজার টাকায়।

এলজিইডির এলসিএস সদস্য পদ ও বহুমুখী প্রশিক্ষণ লাভলী খাতুনের জীবনে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা ও সঞ্চিত অর্থ কাজে লাগিয়ে তিনি ক্রমশ আত্মনির্ভরশীলতার পথে হাঁটতে শুরু করেন। লাভলী খাতুন গবাদিপশু পালন, শাকসবজি চাষ, স্যানিটেশন ও সেলাই বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু করেন গবাদিপশু পালন ও সবজি চাষ। এতে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকেন। প্রশিক্ষণ নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা বিকশিত করে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নানা অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি কণ্ঠস্বরও উচ্চকিত করেছেন।

তিনি জায়গাজমি কিনেছেন, টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন, নিজের জন্য কিনেছেন স্বর্ণের চেইন, সম্পদে মালিকানা সৃষ্টি হয়েছে। সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানির নিশ্চয়তা হয়েছে, তৈরি করেছেন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা।

সামাজিক পরিসরে চলাফেরার ক্ষেত্রে এসেছে গতি। মোছাঃ লাভলী খাতুন আত্মনির্ভরশীলতার পথ আরও বিস্তৃত করতে চান। এগিয়ে যেতে চান অনেকদূর।

স্বনির্ভরতা স্মারক ২০২০

নগৰ উন্নয়ন সেক্টৰ

রুবি আক্তার

আত্মপ্রত্যয়ী সফল নারী

বান্দরবান পৌরসভার বনরূপা পাড়ার বাসিন্দা রুবি আক্তার। জীবনের প্রতিকূলতাকে জয় করা এক নারী। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাঁর পথচলা হোঁচট খাচ্ছিল বারবার। কিন্তু অদম্য রুবি দৃঢ়প্রত্যয়ে সামনে এগিয়েছেন সব বাধা পেরিয়ে। তাঁর জীবনের উজান স্রোতে পথের দিশা হয় এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)। এ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পৌরসভা থেকে দর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে নেমে পড়েন জীবন সংগ্রামে। দারিদ্র্যের কষাঘাতকে রুখে দাঁড়ান নিষ্ঠা আর কর্মোদ্যমের মাধ্যমে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী রূপে। তাঁর এ সফলতায় এলজিইডির অবদানকে তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে রুবি আক্তার প্রথম স্থান অধিকার করেন

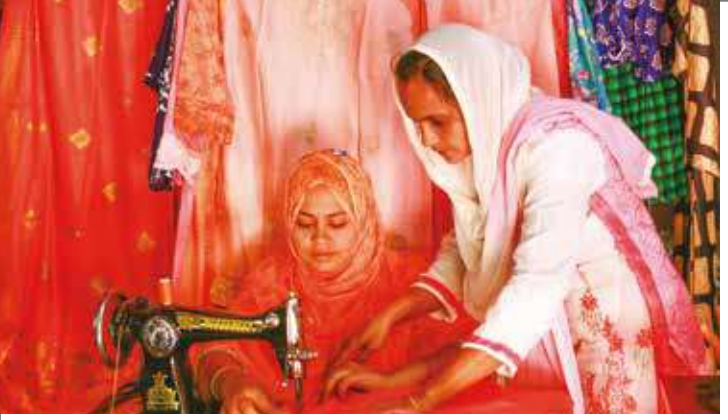

ভোরের সূর্য যখন পূব আকাশে উঁকি মারে, তখন পাহাড়ি প্রকৃতির নিস্তব্ধতা কাটে সেলাই মেশিনের শব্দে; রুবি আক্তারের (৪০) সকালটা এমনই হয় প্রতিদিন। বাংলাদেশের পাবর্ত্য জেলা বান্দরবান পৌরসভার বনরূপা পাড়ার এক অসহায় নারী তিনি। পাহাড়ি বিরূপ প্রকৃতির মতোই ভাগ্য তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছে বার বার। জানালেন, ১৯৯৪ সালে এসএসসি পাসের পর পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণেই বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী ছিলেন মুদি ব্যবসায়ী। নিভে যায় পড়ালেখার স্বপ্ন। জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রেখে স্বামীর ঘর চলছিল মোটামুটি। বছর ঘুরতেই কোলজুড়ে আসে শিশুসন্তান। পারিবারিক ব্যয়ও বেড়ে যায়। তখনও রুবি জানেন না সামনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে এক কঠিন সময়। একে একে দুই সন্তানের জননী হন । তৃতীয় সন্তান তখন গর্ভে। ২০০৩ সাল । হঠাৎ তাঁর স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ছোট দুটি সন্তান ও গর্ভের অনাগত শিশু নিয়ে রুবি আক্তার দিশেহারা হয়ে পড়েন। নিঃস্ব, রিক্ত রুবিকে জীবনে বাঁচার তাগিদে চলে আসতে হয় বাবার বাড়ি। শুরু হয় তাঁর জীবনের আরেক সংগ্রাম। অর্ধাহারে অনাহারে কাটে দিন। শিশুদের পড়ালেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রুবি ঘুরে দাঁড়াতে সচেষ্ট হন। বাড়ি বাড়ি গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। সেইসাথে খুঁজতে থাকেন কী করে আয় রোজগার বাড়ানো যায়? এ সময় মাঝে মাঝে রুবি আক্তার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের আহ্বানে উঠান বৈঠকে যোগ দিতেন। এ বৈঠকেই রুবি জানতে পারেন, বান্দরবান পৌরসভা ইউজিআইআইপি-৩ এর আওতায় পৌরবাসী অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। রুবি কাউন্সিলরের সহায়তায় বান্দরবান পৌরসভা থেকে দর্জি বিষয়ে পনের দিনের প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে এ পৌরসভা তাঁকে একটি সেলাই মেশিন অনুদান দেয়। এই মেশিন তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে থাকে। মেশিনটি পাওয়ার পর বাড়িতে বসে প্রতিবেশী বাচ্চাদের জামা, প্যান্ট, ফ্রক, নারীদের পোশাক তৈরি করতে শুরু করেন। দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। সেইসাথে ঘুরতে থাকে ভাগ্যচাকা। অল্পসময়ের মধ্যেই পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আস্থা লাভ করেন তিনি। কাজের পরিমাণও বেড়ে চলে। একইসাথে আয়-রোজগার বাড়ে। সন্তানদের আবার স্কুলে পাঠান। এভাবেই প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফিরিয়ে আনেন তাঁর সুখের দিন।

বর্তমানে রুবি আক্তারের মাসিক আয় প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি হাজার টাকা। তাঁর সন্তানরা এখন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। বড় ছেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছোট ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেয়েটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। ইতোমধ্যে সে সংসারের ব্যয় মেটানোর পর সঞ্চিতঅর্থ দিয়ে পৌরসভার বনরূপা পাড়ায় কিছু জমি কিনে সেমিপাকা ঘর তৈরি করেছেন। ভবিষ্যতে বহুতল ভবন করার স্বপ্ন দেখছেন। একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেন বেকার নারীদের কর্মসংস্থানের।

অদম্য কর্মপ্রণোদনায় বদলে গেছে রুবি আক্তারের জীবন। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মোসাঃ লাকী বেগম

পিছিয়ে পড়া নারীদের আলোকবর্তিকা

বরগুনা পৌরসভার ব্যাংক কলোনীর বাসিন্দা মোসাঃ লাকী বেগম (৩৮)। আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে জয় করে পূরণ করেছেন নিজ স্বপ্ন। এলজিইডির কোস্টাল টাউন্স এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর আওতায় বরগুনা পৌরসভা থেকে গবাদিপশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরবর্তীতে গবাদিপশু পালন করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। দারিদ্র্য দূর করে সংসারে সুখ ফিরিয়ে আনেন। সেইসাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী হিসেবে। তিনি আজ পিছিয়ে পড়া নারীদের আলোকবর্তিকা। তাঁর এ সফলতায় এলজিইডিকে পাশে পাবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে মোসাঃ লাকী বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বরগুনা। এখানে অধিকাংশ মানুষকে বাঁচতে হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। মোসাঃ লাকী বেগমের (৩৮) জীবনও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। বড়গুনা শহরতলীর এক অভাবী পিতার ১২ সন্তানের একজন লাকী। জন্মাবধি দুবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে। দারিদ্র্যের মধ্যেও লাকী স্বপ্ন দেখতেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার। তাই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হন। ১৯৯৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেন। কিন্তু একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে সামাজিক সমস্যার ভয়ে বাবা তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেন। বন্ধ হয়ে যায় পড়ালেখা। লাকী প্রবেশ করেন সংসার জীবনে। একে একে দুই সন্তানের মা হন তিনি। বেড়ে যায় পরিবারের খরচ, যা স্বামীর একক আয়ে সংকুলান হচ্ছিল না। অভাবকে জয় করার দুর্নিবার বাসনা থেকে লাকী বেগম সিদ্ধান্ত নেন কিছু একটা করার। কিন্তু স্বামীর তাতে সম্মতি মেলে না খুব একটা। তিনি বলেন, স্বামী চাইতেন আমি এমন কিছু করি, যার জন্য ঘরের বাইরে যেতে না হয়। সমাজে মানসম্মান যেন না যায়। সেই ভাবনা থেকে লাকী নিজ ঘরে বসে আশেপাশের বাচ্চাদের পড়ানো এবং এর পাশাপাশি নকশী কাঁথা সেলাই করে বিক্রি শুরু করেন। এতে প্রত্যাশিত কোনো ফলাফল মেলে না। কিন্তু আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে, এমন মানসিকতা নিয়ে তিনি ভিন্ন কিছু করার উদ্যোগ নেন। নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কেনেন গরুর একটি বাছুর। বাছুরটি পরবর্তীতে বাচ্চা দেয়। শুরু করেন গবাদিপশু পালন।

এ সময়ে তিনি জানতে পারেন বরগুনা পৌরসভা কোস্টাল টাউন্স এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। লাকী বেগম ২০১৬ সালে বরগুনা পৌরসভা থেকে গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ছোটখাট একটি খামার গড়ে তোলেন। পূর্বের গাভী ও বাছুর বিক্রি করে একটি অস্ট্রেলিয়ান জাতের গাভী কেনেন। গাভীটি তাঁর ভাগ্য বদলে দেয়। লাকী জানান, গাভীটি প্রচুর দুধ দিতো। দুধ বিক্রি করে তিনি বেশ লাভবান হন। লাভের টাকায় বেশ কয়েকটি গাভী কিনেন। গরু লালনপালন এবং দুধ বিক্রি শুরু করেন। স্থানীয় বাজারে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে তাঁর গরুর দুধের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আজ তাঁর পুঁজি প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। তিনি বছরে প্রায় বারো লক্ষ টাকার দুধ বিক্রি করেন। গরু লালনপালন ও সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা মুনাফা থাকে তাঁর। স্বামীকে সম্পৃক্ত করেছেন মাছের ব্যবসায়। মাছ বিক্রি করে মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা আয় করেন।

পরিবারের খরচ মেটানোর পর এবং সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পেরে লাকী বেগম এখন অনেক খুশি। বড় ছেলে স্থানীয় সরকারি কলেজে পড়াশোনা করছে। ছোট ছেলে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। নিজ আয়ের অর্থে কিছু জমি কিনে একটি গরুর খামার তৈরির কাজ শুরু করেছেন। এছাড়াও আরও দুই শতাংশ কৃষি জমি কিনেছেন বলে জানান।

এক সময়ের অবর্ণনীয় দুঃখ ও দারিদ্র্যকে জয় করা মোসাঃ লাকী বেগম মনে করেন, পরিশ্রম আর সততার সাথে কাজ করলে জীবনে উন্নতি আসবেই। মোসাঃ লাকী বেগম, অজ পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য আলোকবর্তিকা।

রাফেজা আক্তার

উদ্যম আর নিরলস প্রচেষ্টায় পৌঁছে গেছেন কাঙ্খিত ঠিকানায়

ময়মনসিংহের ফুলপুর পৌরসভার বাসিন্দা রাফেজা আক্তার (৪৫)। স্বামীর অপ্রত্যাশিত পঙ্গুত্ব তাঁকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করে। রাফেজা জয় করেন জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতাকে। আর্থিক টানাপোড়েন আর অসহায়ত্বের কড়াল গ্রাসে যখন নিমজ্জিত তখন আলোর দিশা হিসেবে পাশে পান এলজিইডির নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্ট্রিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় ফুলপুর পৌরসভা থেকে বাঁশবেতের কাজ, নকশী কাঁথা ও ক্রিস্টাল দিয়ে শোপিচ বানানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করেন পথচলা। নিষ্ঠা আর একাগ্রতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী রূপে। তাঁর এ সফলতায় এলজিইডির অবদানকে মনে করেন বিধাতার আশীর্বাদ।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে রাফেজা আক্তার তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

ময়মনসিংহের ফুলপুরের বাসিন্দা রাফেজা আক্তার (৪৫)। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যবিয়ের শিকার হন। ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা করে একদিন বড়। কিন্তু অভাবের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। আজ তিনি পাঁচ সন্তানের মা। মনের অদম্য ইচ্ছা সন্তানদের দিয়ে পূরণ করতে চান।

একদিন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে স্বামী সন্তানসহ ফুলপুর পৌর এলাকায় এসে ওঠেন। সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করান। কিন্তু নগর মানেই বাড়তি খরচ। স্বামীর আয়ে সংস্কারের ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় তিনি কিছু একটা করার সংকল্প করেন। ঠিক এমন সময়েই তাঁর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। স্বামী দুর্ঘটনার শিকার হন। হাসপাতাল থেকে ফেরেন পঙ্গুত্ব নিয়ে। এই আচমকা হোঁচটে রাফেজা দিশেহারা হয়ে পড়েন। কীভাবে সংসার চলবে, ভাবতে ভাবতে অনেক রাত নির্ঘুম কেটে যায়।

দৃঢ়চেতা রাফেজা হার মানতে রাজি নন। ছোটবেলায় খেলতে খেলতে শিখেছিলেন এটা ওটা বানানো। ভাবেন শহরে শোপিচের চাহিদা আছে। তাই তিনি শোপিচ বানিয়ে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। পরিচিতজনদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা ধার নিয়ে নেমে পড়েন ক্রিস্টাল শোপিচ বানানোর কাজে। নিজেই ফেরি করে বিক্রি শুরু করেন।

কিন্তু একাজে দক্ষতা প্রয়োজন। রাফেজা জানতে পারেন ফুলপুর পৌরসভা নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীন দরিদ্র পৌরবাসীর আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে হস্তশিল্প ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। রাফেজা প্রকল্পের সহায়তায় বাঁশবেতের কাজ, নকশী কাঁথা, ক্রিস্টালের শোপিচ বানানোর ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণ তাঁকে বেশ দক্ষ করে তোলে। প্রকল্প থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পূর্ণউদ্যমে কাজে নেমে পড়েন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বানানো শোপিচ পৌরসভার গণ্ডি পেরিয়ে উপজেলা, জেলা এমনকি রাজধানীতেও ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিভিন্ন মেলায় এককভাবে স্টল নিতে শুরু করেন। বাড়ে ব্যবসার পসার। এছাড়াও সাপ্লাইয়ের অর্ডার পেতে শুরু করেন। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

বর্তমানে তাঁর পুঁজি এক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি জানান, প্রতি বছর প্রায় তিন-চার লক্ষ টাকার হস্তশিল্প সামগ্রী বেচা-বিক্রি হয়, যেখান থেকে প্রায় আশি, নব্বই হাজার টাকা লাভ হয়। রাফেজা তাঁর কাজের সহযোগী হিসেবে দুজন নারীকে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন, পাশাপাশি পূরণ হতে চলেছে তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন। তাঁর বড় মেয়ে বিএ পাস করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। এছাড়া রাফেজার দুটো সন্তান পলিটেকনিক কলেজে এবং দুটো সন্তান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনো করছে।

রাফেজা ব্যবসার আয় থেকে ফুলপুর কাজিয়াকান্দা এলাকায় জমি কিনে একটি আধা-পাকা বাড়িও করেছেন। টেলিভিশন, ফ্রিজসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও কিনেছেন। সুপেয় পানির জন্য বাড়িতে মটর চালিত পাম্প বসিয়েছেন।

রাফেজা আক্তার এখন পরিবার, ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। তিনি চান নারীরা সামর্থবান হোক। এছাড়া ঋণ নিয়ে একটি পোল্ট্রি ফার্ম করার স্বপ্ন দেখছেন। বাড়ির আশেপাশের পতিত জমিতে সবজি চাষ ও গাছ লাগনোর পরিকল্পনাও আছে তাঁর।

স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যম আর নিরলস কাজ রাফেজা আক্তারকে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর কাঙ্খিত ঠিকানায়।

স্বনির্ভরতা স্মারক ২০২০

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

রুজিনা খাতুন

সফল খামারি

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার রুজিনা খাতুন (৪০) এখন এক পরিচিত নাম। আশপাশের গ্রামের মানুষেরাও তাঁকে এক নামে চেনেন। সাধারণ নারী মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে সংসারে কেবল সুখ আনেননি নিজ এলাকায় তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেছেন। রুজিনা খাতুন প্রমাণ করেছেন নারী অবলা নন, চাইলে নারীরাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প রুজিনা বেগমের মনে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাস বুনে দিয়েছে। তিনি তা লালন করে পৌঁছে গেছেন সাফল্যের সীমানায়। এলজিইডির কাছে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন

রুজিনা খাতুন (৪০) কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার বুরুদিয়া ইউনিয়নের মধ্য মান্দারকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই রুজিনাকে দেখতে হয়েছে অভাব। তাঁরা আট ভাই-বোন। ভাইবোনদের মধ্যে রুজিনা সবার ছোট। অভাব অনটনের সংসারে তাঁর লেখাপড়া হয়নি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ে তাঁর ভাগ্য ফেরাতে পারেনি। কষ্ট ও যন্ত্রণায় শুরু হয় সংসার জীবন। স্বামী পরিশ্রমী নন বলে বেশিরভাগ সময় বেকার বসে থাকতেন। ফলে অভাব লেগেই থাকতো সংসারে। এদিকে মাদক সেবন করে তাঁর স্বামী আরও অশান্তি বাড়িয়ে তুলতো সংসারে। ২০১৫ সাল খুবই কষ্টে কেটেছে রুজিনার। এক পর্যায়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। পরিবারিক বাধায় তিনি বাইরে কাজে যেতেও পারছিলেন না। দুবেলা সন্তানের মুখে খাবারও জুটতো না। অসুস্থ হলে ঔষধ কিনতে পারতেন না। স্বামীর পিড়াপিড়িতে অনটনের মধ্যেই কিশোরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। নবম শ্রেণিতেই বন্ধ হয়ে যায় ছেলের লেখাপড়া। তাকে সিলেটে পাঠিয়ে দেন মটর মেকানিকের কাজ শিখতে। দুচোখে অন্ধকার দেখছিলেন রুজিনা। ২০১৬ সাল এলো তাঁর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে।

২০১৬ সালের মার্চ মাসটিকে ভুলতে পারেন না রুজিনা। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তারা রুজিনার গ্রামে আসেন। প্রকল্পের মাধ্যমে পুকুর ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা হয় সেদিন। এরপর রুজিনা 'বসতবাড়ির পুকুরে মাছ চাষ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে কুড়ি শতাংশ আয়তনের পুকুরে শুরু করেন মাছ চাষ। তিনি প্রকল্প থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনবছর মেয়াদী সুদমুক্ত ঋণ নেন।

একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়ে শিখে যান পুকুরে পোনা মজুদসহ মাছ চাষের প্রধান কাজগুলো। তিন মাস পরেই মাছ বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেন রুজিনা। প্রথম বছরেই এক লক্ষ দশ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করেন তিনি। বাড়তে থাকে পুকুরের সংখ্যাও। সাহসী হয়ে ওঠেন তিনি। ২০১৯ সালে চারটি পুকুর থেকে আট লাখ তেইশ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করেন। শুধু মাছ নয়, মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যে মুরগির দুটি খামার গড়ে তুলেছেন। যাতে চার হাজার মুরগি পালন করা যায়। মাছ ও মুরগি বিক্রি ও পরিবহনের জন্য কিনেছেন পিকআপ ভ্যান। প্রায় সাড়ে পনের লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন মুরগি ব্যবসায়। এখন তাঁর বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকার বেশি, যা দিয়ে সংসারও সাজিয়েছেন।

বুরুদিয়া ইউনিয়নে এখন রুজিনা বেগমের পরিচয় নারী উদ্যোক্তা হিসেবে। পরিবার ও সমাজে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক পড়ে। সামাজিক বিচারে তাঁর মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে। নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, বহুবিয়ে, যৌতুক ও মাদক প্রতিরোধে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এলাকার নারীদের নিজপায়ে দাঁড়াতে তিনি বন্ধুর মতো পাশে থাকেন ও সহযোগিতা করেন। রুজিনা বেগমের স্বপ্ন দিন দিন বড় হচ্ছে। এখন তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি বড় হ্যাচারি গড়ে তোলার। এছাড়া তিনি একটি পাকা বাড়ি তৈরি করতে চান। দারিদ্র্যকে জয় করে রুজিনা এখন আত্মবিশ্বাসী।

লিপি বেগম

এক লড়াকু নারীর স্মারক

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার লিপি বেগম (৩২)। মা বাবার সংসারে অভাব অনটনের কারণে দশম শ্রেণিতেই শেষ হয়ে যায় পড়াশোনা। বিয়ে হয় অল্প বয়সে। স্বামীর সংসার শুরু হয় আর্থিক অনটন দিয়ে। তবু জীবনযুদ্ধে লিপি বেগম হেরে যাননি। স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন নিরন্তর, পরিশ্রম করেছেন। এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিপি) (জাইকা-১)-এর আওতায় বাস্তবায়িত রথখোলা কামারবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছেন। হয়েছেন স্বাবলম্বী। জীবন সংগ্রামে এলজিইডিকে পাশে পেয়ে তিনি এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে লিপি বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার ডোয়াইল ইউনিয়নের চাপারকোণা গ্রামের বাসিন্দা লিপি বেগম (৩২)। মা-বাবার সংসারে অভাব-অনটনের কারণে লেখাপড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। দশম শ্রেণিতেই থেমে যায় তাঁর লেখাপড়া। বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর বয়সেই। স্বামী লিটন মিয়াও অভাবের কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। এসএসসি পাস করে সংসারের হাল ধরতে রিকশা চালাতে শুরু করেন তিনি। রিকশা চালিয়ে উপার্জিত অর্থে ছয় জনের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে লিপি বেগম নিজেও উপার্জনের কথা ভাবতে থাকেন। এমন সময় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিপি) (জাইকা-১)-এর আওতায় রথখোলা কামারবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্য হওয়ার সুযোগ পান লিপি। এখান থেকেই স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন ডালাপালা মেলতে থাকে। হাতছানি দেয় স্বচ্ছল জীবন। পরিশ্রমকে ভয় না করে লিপি বেগম কোদাল কাঁধে তুলে নেন। কামারবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে উপ-প্রকল্পে মাটি কাটার কাজ করে উপার্জন শুরু করেন।

সড়কে মাটি কাটার কাজ চলে পঁচিশ দিন। এতে লিপি বেগম মজুরি পান সাত হাজার টাকা। পরিশ্রম করার মানসিকতা ও নেতৃত্বগুণের কারণে তিনি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) এর সভাপতির দায়িত্ব পান। উপার্জন বাড়াতে লিপি বেগম এ সময় পাবসস থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নেন। এই টাকা দিয়ে চাপারকোণা বাজারে চা ও মনোহারি দোকান করে দেন স্বামীকে। লিপি বেগম নিজেও দোকানদারি শুরু করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে দোকান চালিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ আর সংসারে ব্যয় নির্বাহ করেন।

লিপি বেগম স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে। তিনি পাবসস এর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির আওতায় পঁচিশ দিনের দর্জি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দর্জির কাজ শিখে দ্বিতীয় বার ঋণ নেন পনের হাজার টাকা। নিজেদের দোকানের সাথেই দর্জির কাজ ও কাপড় বিক্রি শুরু করেন। পাশাপাশি কৃষি ও গৃহপালিত পশুপালনে মনোযোগী হয়ে আয় বাড়াতে থাকেন। লিপি বেগমের মাসিক আয় এখন প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। ইতোমধ্যে সাত শতাংশ জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছেন। দরকারি আসবাবপত্র দিয়ে সংসার সাজিয়েছেন।

পরিবারে ও সমাজে লিপি বেগমের মর্যাদা বেড়েছে। তিনি এখন পাবসস এর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ উপ-কমিটির সভাপতি ও চাপারকোণা মহিলা সমিতির সদস্য। গ্রামের কোথাও নারী নির্যাতন হলে ছুটে যান তিনি। ডাক পড়ে সামাজিক, পারিবারিক নানান সমস্যা সমাধানে। নিজ এলাকার নারীদের স্বাবলম্বী করতে লিপি বেগম বিনা অর্থে সেলাই প্রশিক্ষণ দেন। ১২ বছরের ছেলে লিখন ও ৮ বছরের মেয়ে লিজাকে লেখাপড়া শেখানো এবং একটি আধুনিক সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন বুকে লালন করে চলেছেন লড়াকু নারী লিপি বেগম।

মোছাঃ ছাবিনা বেগম

আজ পরিবারের প্রধান

পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষকেই পরিবারের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষের আয়-উপার্জন। পরিবার ও সমাজে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে আয়ের বিকল্প নেই। এই বিশ্বাস থেকে ছাবিনা বেগম আয় উপার্জন করে সংসার চালাতে উদ্যোগী হন। আর এর প্রধান উৎস তাঁর আত্মপ্রত্যয়। এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প তাঁকে প্রত্যয়ী করেছে। আজ তিনি সংসারের প্রধান ব্যক্তি। পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে তাঁর মতামতের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এলজিইডির কাছে।

এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মোছাঃ ছাবিনা বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার খাজুর এলাকার খোর্দ্দকালনা গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ ছাবিনা বেগম (৪০)। সাধারণ এক গৃহিনী। হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করে বর্তমানে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকায় পরিচিতি অর্জন করেছেন। ছাবিনা বেগমের শৈশবের গল্প আর দশজন দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের চেয়ে ভিন্ন নয়। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়েছে বাবা-মায়ের পরিবারে। লেখাপড়ার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। কিন্তু অভাবের কারণে স্কুল জীবন শেষ করা হয়নি। কিশোরী বয়সে বিয়ে হয়ে যায় ছাবিনার। দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ে সাধারণত এমন পরিবারেই হয়ে থাকে যেখানে থাকে অনটন। ছাবিনার জীবনে সেটাই ঘটেছে। স্বামীর উপার্জনে সংসার চালানো কঠিন হতো। ফলে তিনি আয় বাড়াতে কয়েকটি দেশি মুরগি পালন করে ডিম বিক্রি শুরু করেন। এমন সময় জীবনগল্পের বাঁক মোড় নেয়। এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের কর্মীদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। শুরু হয় স্বাবলম্বী হওয়ার পথে যাত্রা। ছাবিনা পরিশ্রম করে এ পথে পেয়েছেন সাফল্য।

আট বছর আগে ২০১২ সালে এলজিইডির অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের খোর্দ্দকালনা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

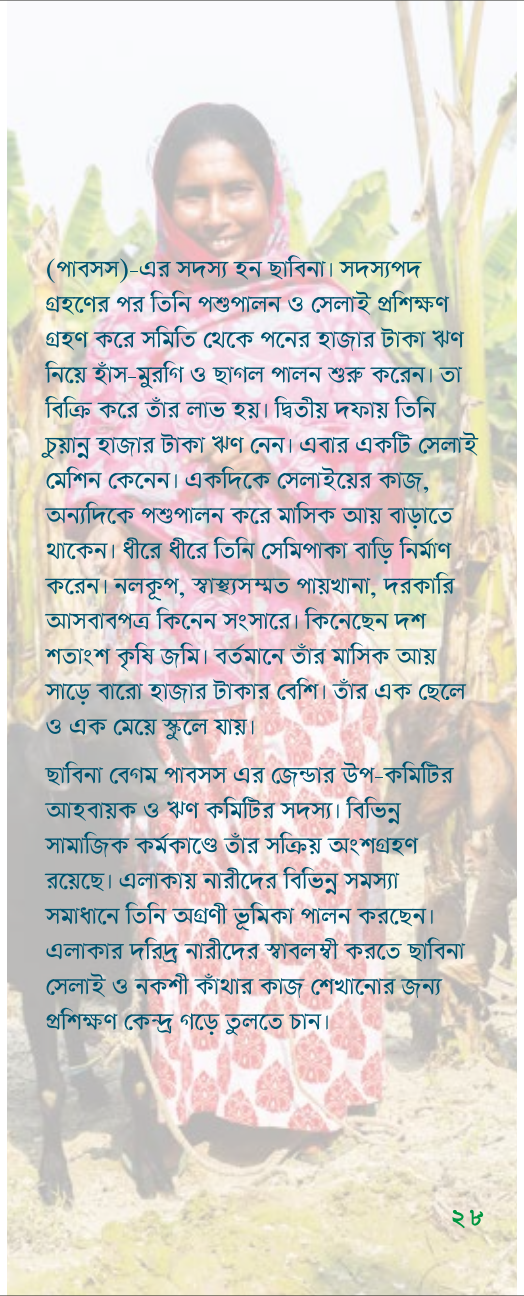

(পাবসস)-এর সদস্য হন ছাবিনা। সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি পশুপালন ও সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমিতি থেকে পনের হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন শুরু করেন। তা বিক্রি করে তাঁর লাভ হয়। দ্বিতীয় দফায় তিনি চুয়ান্ন হাজার টাকা ঋণ নেন। এবার একটি সেলাই মেশিন কেনেন। একদিকে সেলাইয়ের কাজ, অন্যদিকে পশুপালন করে মাসিক আয় বাড়াতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি সেমিপাকা বাড়ি নির্মাণ করেন। নলকূপ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, দরকারি আসবাবপত্র কিনেন সংসারে। কিনেছেন দশ শতাংশ কৃষি জমি। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় সাড়ে বারো হাজার টাকার বেশি। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে স্কুলে যায়।

ছাবিনা বেগম পাবসস এর জেন্ডার উপ-কমিটির আহবায়ক ও ঋণ কমিটির সদস্য। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। এলাকায় নারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এলাকার দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী করতে ছাবিনা সেলাই ও নকশী কাঁথার কাজ শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান।

সাফল্যের সারথি ২০১৯

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

রাহেলা বেগম

মোছাঃ ফরিদা

স্মৃতি কণা মন্ডল

নগর উন্নয়ন সেক্টর

শিউলী রানী দে

জমিলা বেগম

লিলি আক্তার

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

ইতি সুলতানা

মোছাঃ মরতুজা বেগম

নূরজাহান বিবি

মায়া রানী বিশ্বাস

এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে এলজিইডি তিন সেক্টরে মোট ১০ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা প্রদান করে–

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
প্রথম মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের রাহেলা বেগম

দ্বিতীয় নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ইসলাবাড়ী গ্রামের মোছাঃ ফরিদা

তৃতীয় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রামের স্মৃতি কণা মন্ডল

নগর উন্নয়ন সেক্টর
প্রথম বেনাপোল পৌরসভার শিউলী রানী দে

দ্বিতীয় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ পৌরসভার সুজালপুর গ্রামের জমিলা বেগম

তৃতীয় ফরিদপুর পৌরসভার লিলি আক্তার

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
প্রথম হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার হাসামপুর গ্রামের মোছাঃ মরতুজা বেগম

দ্বিতীয় ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার বানেশ্বরদী গ্রামের ইতি সুলতানা

যৌথভাবে তৃতীয়
রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের যশপুর গ্রামের নূরজাহান বিবি; এবং

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার ঠাকুর বাখাই ইউনিয়নের পূর্ব বাখাই গ্রামের মায়া রানী বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনা

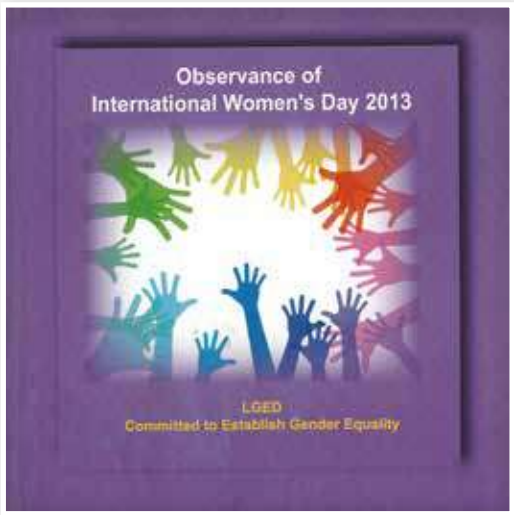

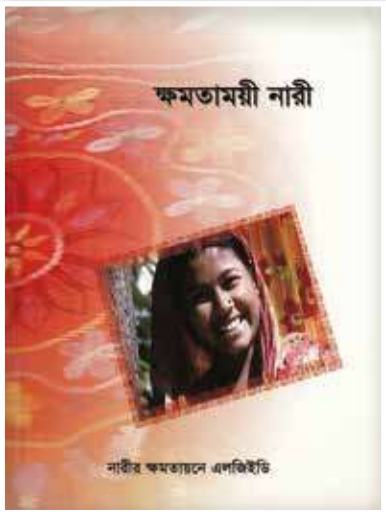

নারীর ক্ষমতায়ন ও
সমতার পথ তৈরিতে এলজিইডি
LGED: Path Builder to
Women Empowerment & Equality

International Women's Day 2018

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬
International Women's Day 2016

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
International Women's Day 2017
Be bold for change
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

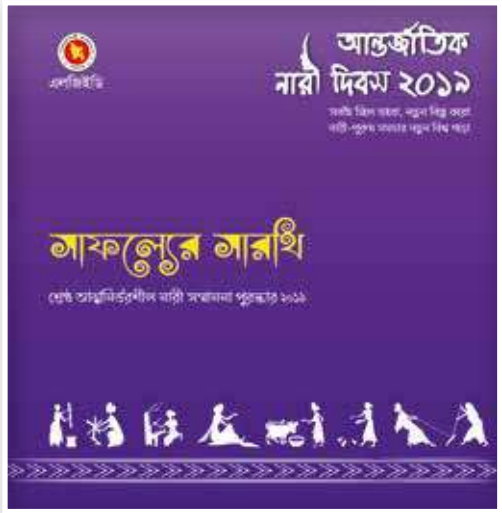
এলজিইডি
আন্তর্জাতিক
নারী দিবস ২০১৯
সাফল্যের সারথি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

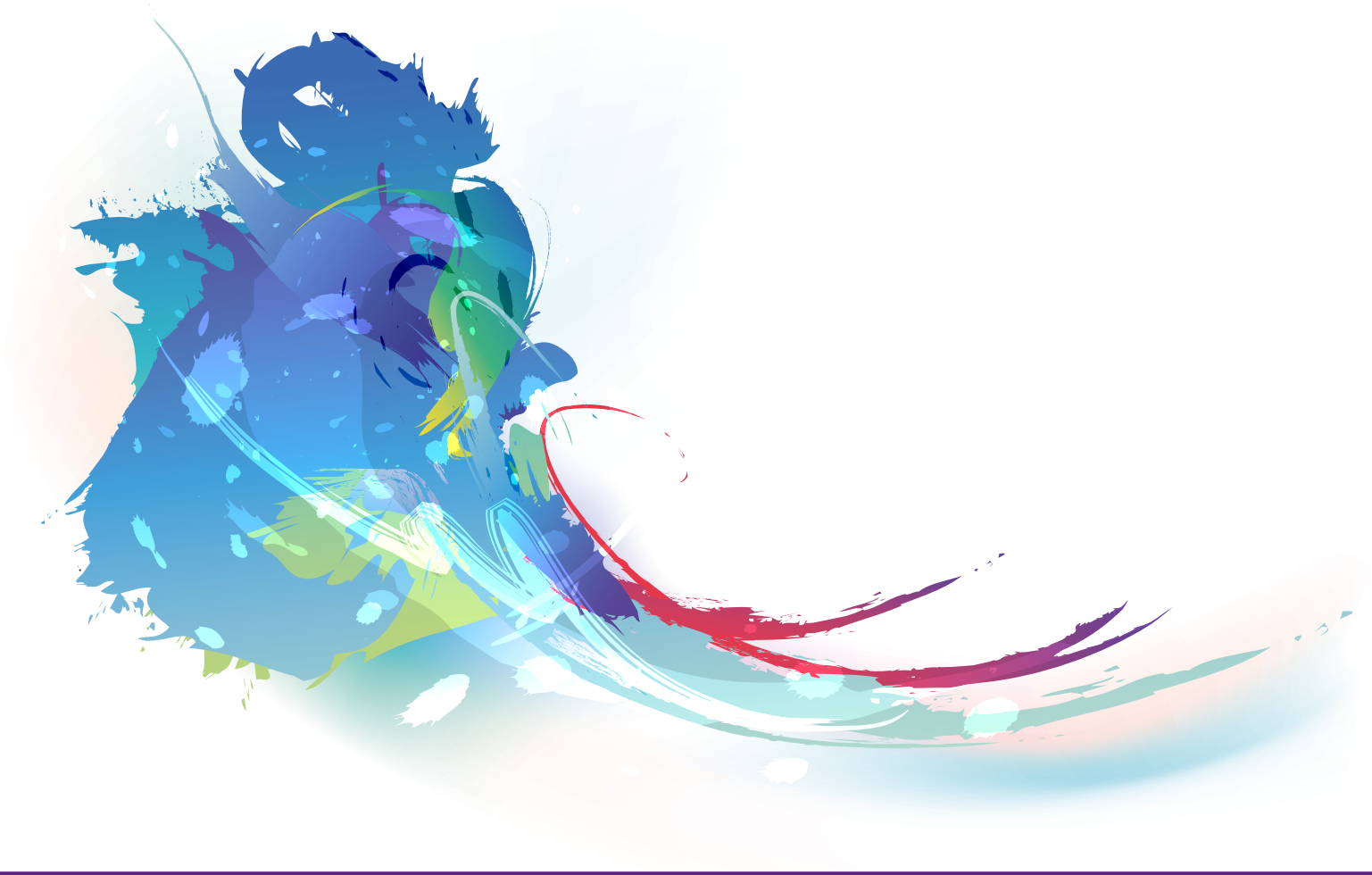

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd